দৈনিক ইনকিলাব

MAY 22 2002

তারিখ ২৩ ৩

সম্পাদক সমীপে

কোচিং সেন্টার ও সরকার

কোচিং সেন্টারের প্রতি সরকারের সাম্প্রতিক নিষেধাজ্ঞা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়, অবশ্য যদি তার সত্যিকারের প্রয়োগ হয় । ভয় হলো যে অর্থ পুস্তক, সহায়ক পুস্তকের মত তা শেষ অবধি প্রহসন না হলেই হয়। এই কোচিং প্রাইভেট টিউশনি ইত্যাদির বেড়াজালে আজকাল ঢাকার অসংখ্য শিক্ষকের আয় মাসিক ন্যূনপক্ষে ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকা। অর্থনৈতিক স্বার্থে এঁরা স্কুল-কলেজে তেমন পড়ান না, ঠিক যেন হাসপাতালের চিকিৎসা-ব্যবস্থা। হাসপাতালে চিকিৎসা হয় না। অথচ ক্লিনিকে এলেই সঙ্গে সঙ্গে সব ব্যবস্থা। ফলে তার বাস্তব প্রয়োগ করতে হলে প্রয়োজন উচিত শাস্তির বিধান। উদাহরণ স্বরূপ, যেসব শিক্ষকরা প্রাইভেট টিউশনি বা কোচিং-এর ব্যবস্থা করেন, তাদের আয় যতই হোক না কেন, সেই আয় থেকে ন্যূনপক্ষে ৮৫ ভাগ আয়কর হিসেবে কর্তন করা উচিত। কোচিং প্রথা যারা চালু করেন তাদেরকেও শুধু সেই হিসেবে আয়করই নয়, বরং ওই একই রেটে বিগত দশ বছরের ট্যাক্স ক্ষতিপূরণ হিসেবে কর্তন করে নেয়া উচিত। যে সমস্ত শিক্ষকরা প্রাইভেট বা কোচিং-এ তথাকথিত শিক্ষাদানের বাণিজ্যিক স্বার্থে স্কুল-কলেজে নিজ দায়িত্ব পালন করেন না, তাদেরকে সনাক্ত করে তাদের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে সঙ্গে সঙ্গে চাকরিচ্যুত করা উচিত। এই জাতীয় শিক্ষকদের সনাক্ত করতে প্রয়োজন ঘন ঘন স্কুল-কলেজ পরিদর্শন করে শুধু ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্য থেকে সেই সমস্ত ব্যবসায়ী শিক্ষকদের সনাক্তকরণ। এমন কোন শাস্তির বিধান থাকলেই শুধু সম্ভবপর হতে পারে সরকারের শিক্ষামূলক ব্যবস্থা রোধ করা, সম্ভব হতে পারে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার অবক্ষয় এবং শুধু তখনই বাস্তব হতে পারবে সমস্ত নিষেধাজ্ঞা।

—এ এস এম তাসাদ্দুক হোসেন
মালিবাগ, ঢাকা।